তারিখ 27 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইনকিলাব

মৌলভীবাজারে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মতবিনিময়

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের বিষয়টি ঐতিহাসিক

– আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন

মাদরাসা সংশ্লিষ্টদের জঙ্গী বানানোর অপচেষ্টা করেছিল কুচক্রীমহল

মৌলভীবাজার থেকে ফিরে ফয়সাল আমীন: ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের বিষয়টিকে ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেছেন, এদেশের ওলী আউলিয়াদের আধ্যাত্মিক চিন্তার ফসল এই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৬ সাল থেকে এই চিন্তা নিয়ে তারা বিভিন্ন পরিসরে কাজ শুরু করেছিলেন। সর্বশেষ উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সিলেট থেকে ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ কর্মসূচি পালন করেন। পরবর্তীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী [illegible] জিয়ার সাথে এ নিয়ে [illegible] ফুলতলী (র.)। কিন্তু [illegible] বেগম খালেদা জিয়া আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি রক্ষার আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক কারণে তা উপেক্ষিত হয়। জীবন সায়াহ্নে এসে এ ঘটনায় চরম মর্মাহত হন আল্লামা ফুলতলী (র.)। কিন্তু তিনি আজ নেই। তার রুহানী অনুসারী-অনুসারিরা সেই পথ ধরেই বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে তা সফলও করেছে। গত শনিবার বেলা ২টায় মৌলভীবাজার জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি প্রধান অতিথি বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদ্রাসার অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দিকী। জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন প্রতিকূল পরিবেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ মান সম্পন্ন পর্যায়ে পৌঁছানো তথা মাদ্রাসা সংশ্লিষ্টদের আশাতীত দাবি-দাওয়া আদায় হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আপনাদের টেনশন করার দরকার নেই। এদেশের পরিবেশ প্রতিবেশ এখন ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই আলেম-ওলামাদের বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে দ্বীনের কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সভাপতি বলেন, কিছু মিডিয়া পূজাপার্বণ নিয়ে নানা অনুষ্ঠান ঘটা করে পালন করলেও মহররম মাসের তাৎপর্য তথা মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের মহিমা প্রচারে তারা নীরব। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ইসলামের মূল স্পিরিট থেকে আমাদের সরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে তা নানামুখী ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিয়া-সুন্নীর অপ্রয়োজনীয় বিরোধ সৃষ্টির পাঁয়তারাও চলছে। তা স্বার্থান্বেষী মহলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিলের সুদূরপ্রসারী মিশন। সেকারণেই বর্তমান অবস্থা অতি সতর্কতার সাথে মোকাবিলা করে আমাদের এগুতে হবে। তিনি উপস্থিত নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের দরজা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সেকারণে বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি হুমকির মুখে। এসব অবস্থা পরিবর্তনের আভাস জোরালো করছে। তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিবর্তন। তিনি এ পরিবর্তনে আলিম-উলামাদের গ্রহণযোগ্য শক্তিশালী ভূমিকা থাকবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সেজন্য দ্বীনের পথে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। যাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আমাদের অস্থিতিশীল করে যেন বিতর্কিত করে না তোলে। তাহলেই রাজনৈতিক দল গোষ্ঠি আপনাদের কাছে আসতে বাধ্য হবে। কারণ আপনারাই তাদের মূল নিয়ামক। আপনাদের মান-মর্যাদা শক্তি তাদের ক্ষমতার ভিতকে স্থিতিশীল করে তুলবে। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষরা অবশ্যই এদেশের নিঃস্বার্থবান ইসলামপ্রিয়দের শক্তিকে হিসেবে নিয়েছে। তাই মাদ্রাসা শিক্ষা তথা এ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে নানামুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চলছে। সেদিকেও আপনাদের গভীরভাবে সতর্কতা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ভুল নেতৃত্বের হাতে যদি মাদ্রাসা শিক্ষা চলে যায় তাহলে কারো শেষ রক্ষা হবে না।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের লেকচারার আহমদ হাসান চৌধুরী শাহান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষকদের স্বার্থে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, সুকৌশলে এদেশের মাদ্রাসা সংশ্লিষ্টদের জঙ্গি বানিয়ে নির্মূল করার অপচেষ্টার নীল নকশা এঁটেছিল একটি মহল। তাদের সেই প্রচেষ্টা ভুন্ডুলের মূল, বুদ্ধিভিত্তিক কারিগর জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন। তার এই অসামান্য অবদানের কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় হচ্ছে। এছাড়া সরকারের শীর্ষ পর্যায়ও উপলব্ধি করতে পেরেছে এদেশের ওলী-আউলিয়া ও তাদের দরবার শান্তি ও শৃংখলার পক্ষে। তারা দেশপ্রেমিক ও আল্লাহওয়ালা এক শক্তি। তিনি বলেন, তার এই ঋণ কিয়ামত পর্যন্ত শোধ করা যাবে না।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্য বক্তা বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকরা সম্মান ও আর্থিক সচ্ছলতায় মধ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে আজ জীবনযাপন করতে পারছেন। সেই অবদান বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাবেক সভাপতি, সাবেক মন্ত্রী মরহুম আলহাজ মাওলানা এম এ মান্নান (রহ.)-এর। তারা সশ্রদ্ধচিত্তে মাওলানা এম এ মান্নানের অবদান তুলে ধরে বলেন, তার সুযোগ্য উত্তরসূরি আজ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যা আমাদের জন্য বিরাট পাওয়া। পাশাপাশি দৈনিক ইনকিলাব [illegible] হিসেবে ইসলামী ভাবধারা প্রচার ও প্রসারে কাজ করছে। যা আমাদের জন্য গৌরবের। মতবিনিময় সভায় তারা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনের যেকোন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা রক্ষায় অবিচল থাকারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভাপতির বক্তব্যে মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দিকী মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষকদের স্বার্থে দৈনিক ইনকিলাব প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক মন্ত্রী আলহাজ মাওলানা এম এ মান্নান (রহ.)'র কর্ম তৎপরতাকে অবিস্মরণীয় আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, আমরা আজ এ পর্যন্ত এসেছি মাওলানা মান্নান (র.)'র অবদানের কারণেই। অন্যথায় আমাদের নিয়ে কেউ এতটা ভাবতেন না। তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, তার সুযোগ্যপুত্রের নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের কারণেই বর্তমান সরকার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই আলহাজ বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মৌলভীবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল ইসলামের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মৌলভীবাজার জেলার সহ-সভাপতি মাওলানা আকমল আলী, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সুনামগঞ্জ জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মঈনুল ইসলাম পারভেজ, তালামীযে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি সুলতান আহমদ, সাধারণ সম্পাদক নজির আহমদ হেলাল, সাবেক সভাপতি মো. আজির উদ্দীন পাশা, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মৌলভীবাজার জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এম এ আলীম, মাওলানা মাহবুব আহমদ ছালেহ, সদর উপজেলা সভাপতি মাওলানা শফিকুর রহমান, শ্রীমঙ্গল উপজেলার সভাপতি মাওলানা মুজিবুর রহমান মাদানী, কুলাউড়া উপজেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল জব্বার, রাজনগর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নজরুল ইসলাম, জুড়ী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ, মাওলানা সৈয়দ ইউনুছ আলী, মাওলানা লুৎফুর রহমান সিরাজী প্রমুখ। সভায় প্রধান অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মৌলভীবাজারের নেতৃবৃন্দসহ আগত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।